দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 23 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

তাড়াইল আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

# পরিত্যক্ত ভবন অপসারিত হয়নি আতঙ্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

**তাড়াইল প্রতিনিধি ●**

কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলা সদরের ঐতিহ্যবাহী তাড়াইল আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি পরিত্যক্ত ভবন অপসারিত না হওয়ায় বিদ্যালয়ের ৭০৪ জন শিক্ষার্থী ও ১২ জন শিক্ষক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। মাঝে-মধ্যে ভবনটির ছাদ ও বারান্দার পলেস্তরা খসে পড়ে আহত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন।

১৯৩৭ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর পাকিস্তান আমলে পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট এই পরিত্যক্ত ভবনটি নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৬ সালে দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি ভবন এবং ২০০৬ সালে ছয়কক্ষ বিশিষ্ট দুইতলা আরও একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আমলের ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন তাড়াইল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোসা. রাবেয়া আক্তার ভবনটি থেকে শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে নির্দেশ দেন। এর পর প্রায় পৌনে তিন বছর অতিবহিত হলেও পরিত্যক্ত ওই ভবনটি অপসারণ করা হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) সৈয়দা রুকসানা ফেরদৌসী বলেন, শ্রেণিকক্ষ সংকটের পাশাপাশি পরিত্যক্ত ভবনের কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। চলতি বছরের ৮ আগস্ট পরিত্যক্ত ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করা হয়েছে।

তাড়াইল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মফিজুল হক জানান, ভবনটির দুরবস্থার কথা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। আশা করছি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পুরাতন ভবনটি সরিয়ে নতুন ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা সম্ভব হবে।